# বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক আন্দোলন

PG 4th Semester

BNG 404, Unit III

ড. নীলরতন সরকার

# দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত ভারতবর্ষ

# ১৯৪৮-এর প্রকাশ্য জন সমাবেশে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করছেন জিন্নাহ্

পাকিস্তানের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন, যিনি ১৯৫২-র ২৬ জানুয়ারি ঘোষণা করেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু', এবং যিনি ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪-ধারা জারি করেন

# ১৯৫২

২৬ জানুয়ারি : ঢাকার পলটন ময়দেনে প্রকশ্য সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু'

২৭ জানুয়ারি : বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় এই ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্র-অধ্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন।

৩০ জানুয়ারি : ছাত্র ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সভা।

৪ ফেব্রুয়ারি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হল বিরাট এক জনসভা। এই সভাতেই ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

২০ ফেব্রুয়ারি : দুপুর থেকে জারি হল ১৪৪ ধারা।

২১ ফেব্রুয়ারি : সকাল থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জমায়েত শুরু করল। বেলা দুটোয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল থেকে বাংলা ভাষার জন্য শ্লোগান উঠতে থাকে। বেপরোয়া লাঠি আর কাঁদুনে গ্যাসের সেল দিয়ে পুলিশ আক্রমণ শুরু করে। মিছিল অনেকটাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বেলা ৩-১৫-য় কোনো রকম পূর্ব সংকেত ছাড়াই গর্জে উঠল স্বৈরাচারি শাসকের রাইফেল। ঘটনাস্থলেই শহীদ হলেন আব্দুল জব্বার আর রফিকউদ্দিন আহমেদ। ১৭ জনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হল। রাত আটটায় মারা গেলেন আব্দুল বরকত।

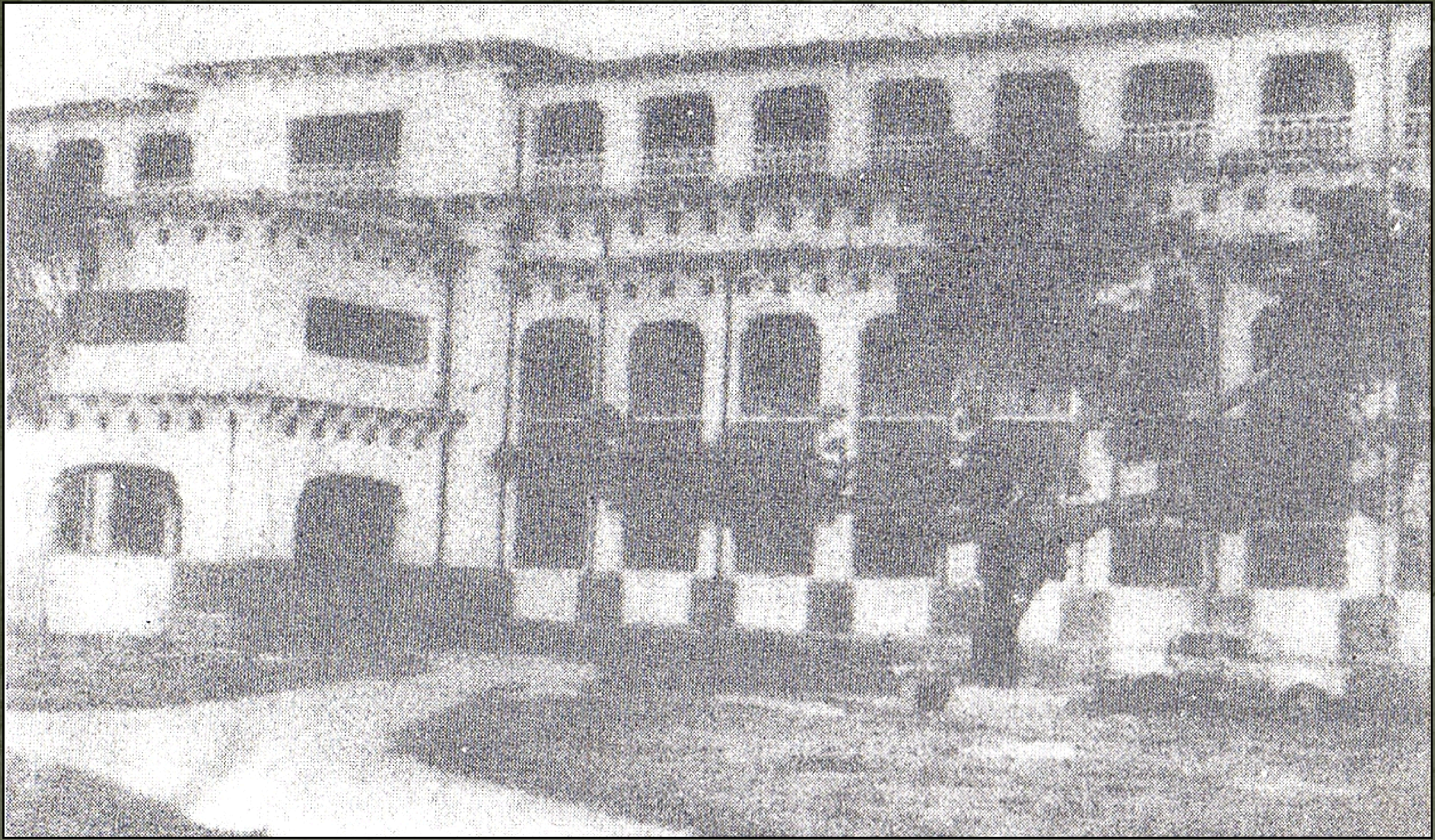

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনের আমতলা, যেখানে ২১-এর ঐতিহাসিক সমাবেশ ঘটেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়
গেটের সমাবেশ

# বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকার রাজপথে বেরিয়ে এসেছে একুশের মিছিল

# আমতলার সমাবেশ

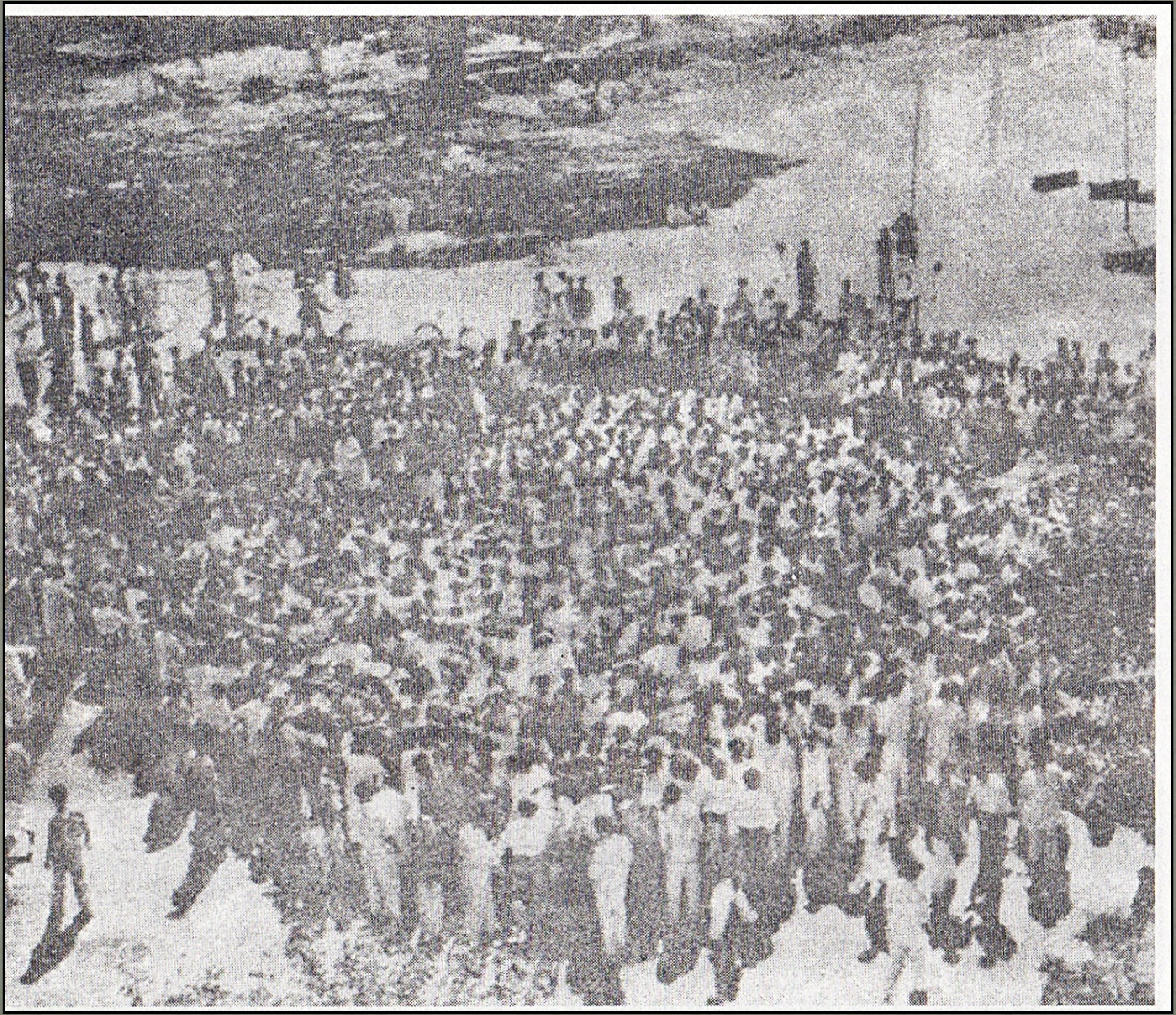

# ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারির মিছিল

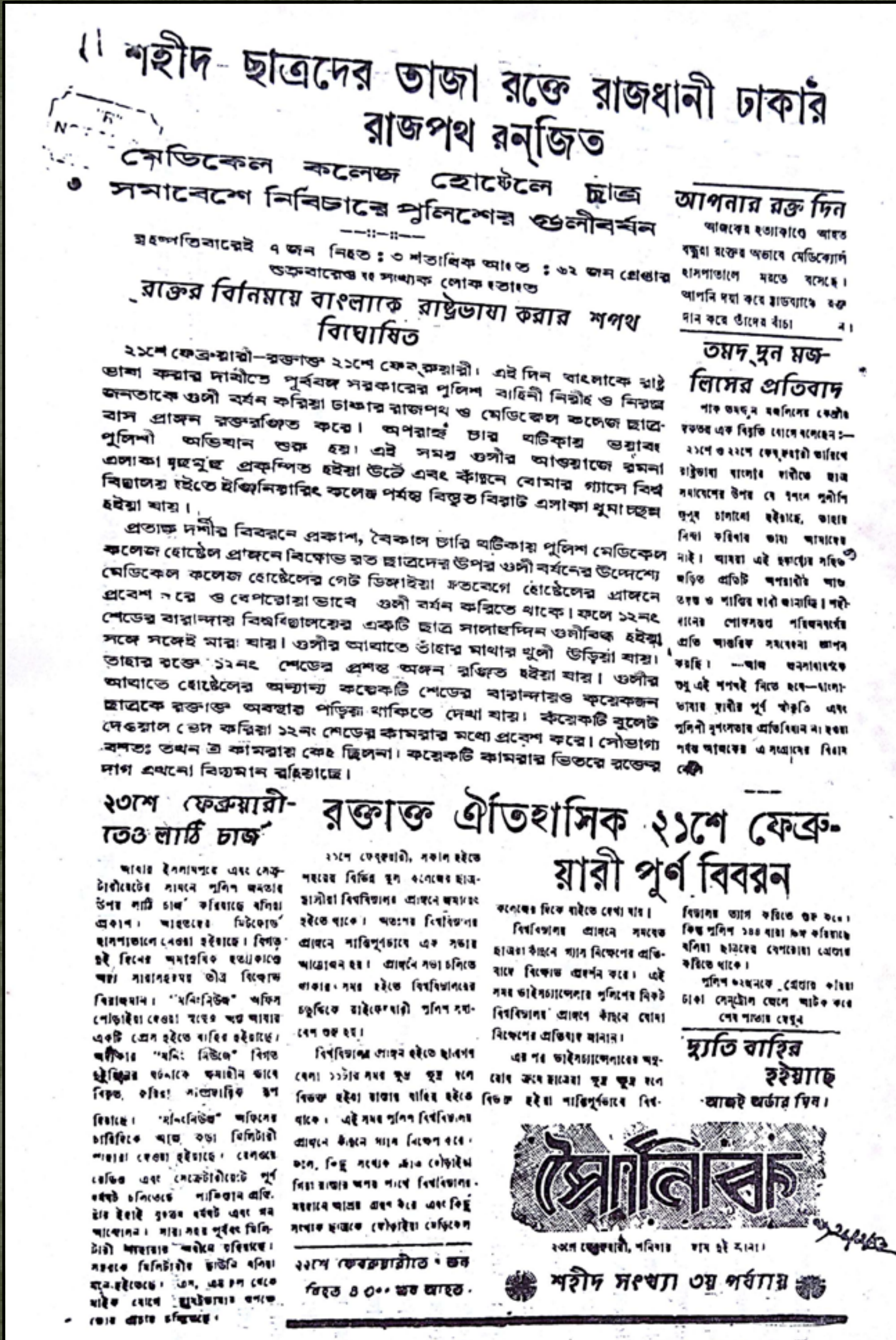

# শহীদ ছাত্রদের তাজা রক্তে রাজধানী ঢাকার রাজপথ রন্‌জিত

## মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলে ছাত্র সমাবেশে নির্বিচারে পুলিশের গুলীবর্ষন

—::—::—

বৃহস্পতিবারেই ৭ জন নিহত : ৩ শতাধিক আহত : ৬২ জন গ্রেপ্তার
শুক্রবারেও বহু সংখ্যক লোক হতাহত

## রক্তের বিনিময়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার শপথ বিঘোষিত

২১শে ফেব্রুয়ারী—রক্তাক্ত ২১শে ফেব্রুয়ারী। এই দিন বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীতে পূর্ববঙ্গ সরকারের পুলিশ বাহিনী নিরীহ ও নিরস্ত্র জনতাকে গুলী বর্ষন করিয়া ঢাকার রাজপথ ও মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস প্রাঙ্গন রক্তরঞ্জিত করে। অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় ভয়াবহ পুলিশী অভিযান শুরু হয়। এই সময় গুলীর আওয়াজে রমনা এলাকা মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হইয়া উঠে এবং কাঁদুনে বোমার গ্যাসে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট এলাকা ধুমাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরনে প্রকাশ, বৈকাল চারি ঘটিকায় পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গনে বিক্ষোভ রত ছাত্রদের উপর গুলী বর্ষনের উদ্দেশ্যে মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলের গেট ডিঙ্গাইয়া দ্রুতবেগে হোষ্টেলের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে ও বেপরোয়া ভাবে গুলী বর্ষন করিতে থাকে। ফলে ১২নং শেডের বারান্দায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র সালাহুদ্দিন গুলীবিদ্ধ হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। গুলীর আঘাতে তাঁহার মাথার খুলী উড়িয়া যায়। তাহার রক্তে ১২নং শেডের প্রশস্ত অঙ্গন রঞ্জিত হইয়া যায়। গুলীর আঘাতে হোষ্টেলের অন্যান্য কয়েকটি শেডের বারান্দায়ও কয়েকজন ছাত্রকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। কয়েকটি বুলেট দেওয়াল ভেদ করিয়া ১২নং শেডের কামরার মধ্যে প্রবেশ করে। সৌভাগ্য বশতঃ তখন ঐ কামরায় কেহ ছিলনা। কয়েকটি কামরার ভিতরে রক্তের দাগ এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে।

### আপনার রক্ত দিন

আজকের হত্যাকাণ্ডে আহত বন্ধুরা রক্তের অভাবে মেডিক্যাল হাসপাতালে মরতে বসেছে। আপনি দয়া করে ব্লাডব্যাংকে রক্ত দান করে ওঁদের বাঁচান।

### তমদ্দুন মজলিসের প্রতিবাদ

পাক তমদ্দুন মজলিসের কেন্দ্রীয় দপ্তর এক বিবৃতি যোগে বলেছেন :—

২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ছাত্র সমাবেশের উপর যে ভাবে গুলী বর্ষন চালানো হইয়াছে, তাহার নিন্দা করিবার ভাষা আমাদের নাই। আমরা এই হত্যাকান্ডের সহিত জড়িত প্রতিটি অপরাধীর আশু তদন্ত ও শাস্তির দাবী জানাচ্ছি। শহীদানের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। —আজ জনসাধারণকে শুধু এই শপথই নিতে হবে—বাংলা ভাষার দাবীর পূর্ণ স্বীকৃতি এবং পুলিশী নৃশংসতার প্রতিবিধান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ সংগ্রামের বিরাম নেই।

—

### ২৩শে ফেব্রুয়ারী-তেও লাঠি চার্জ

আবার ইসলামপুরে এবং সেক্রেটারীয়েটের সামনে পুলিশ জনতার উপর লাঠি চার্জ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আহতদের মিটফোর্ড হাসপাতালে নেওয়া হইয়াছে। বিগত দুই দিনের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডে আজ সারা শহরময় তীব্র বিক্ষোভ বিরাজমান। "মর্নিং নিউজ" অফিস পোড়াইয়া দেওয়া হয়েছে ... একটি প্রেস হইতে বাহির হইয়াছে। ... "মর্নিং নিউজ" বিগত দুর্ঘটনাকে ... সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়াছে। "মর্নিং নিউজ" অফিসের চারিদিকে ... পাহারা দেওয়া হইয়াছে। ...

## রক্তাক্ত ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারী পুর্ণ বিবরন

২১শে ফেব্রুয়ারী, সকাল হইতে শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জমায়েৎ হইতে থাকে। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শান্তিপূর্ণভাবে এক সভার আয়োজন হয়। প্রাঙ্গনে সভা চলিতে থাকার সময় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্দিকে রাইফেলধারী পুলিশ সমাবেশ শুরু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন হইতে ছাত্রগণ বেলা ১১টার সময় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া রাস্তায় বাহির হইতে থাকে। এই সময় পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ... বিশ্ববিদ্যালয় ... কলেজের দিকে যাইতে দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সমবেত ছাত্ররা কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই সময় ভাইস্‌চ্যান্সেলার পুলিশের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কাঁদুনে বোমা নিক্ষেপের প্রতিবাদ জানান।

এর পর ভাইস্‌চ্যান্সেলারের অনুরোধ ক্রমে ছাত্রেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিতে শুরু করে। কিন্তু পুলিশ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া ছাত্রদের বেপরোয়া গ্রেপ্তার করিতে থাকে।

পুলিশ ... গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক করে
শেষ পাতায় দেখুন

২২শে ফেব্রুয়ারীতে ... জন নিহত ৪০০ জন আহত।

### দ্যুতি বাহির হইয়াছে

আজই অর্ডার দিন।

# সৈনিক

২৩শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার দাম দুই আনা।

শহীদ সংখ্যা ৩য় পর্যায়

## সাপ্তাহিক সৈনিক
## ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

# সাপ্তাহিক ইত্তেফাক : ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২


KAGD NO : 175

# ইত্তেফাক

THE ITTEFAK

প্রতিষ্ঠাতা : মওলানা আবদুল হামিদ খান ( ভাসানী )

[illegible] | ঢাকা—রবিবার [illegible] ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ ইং | মূল্য :— [illegible]


## দেশের কাছে লাল ফেব্রুয়ারীর শহীদদের ডাক আসিয়াছে

### বাংলা ভাষা সংগ্রামকে সফল করিয়া রক্তের প্রতিশোধ নাও

### নুরুল আমিনও প্রতিশ্রুতির পিচ্ছিল পথে পা বাড়াইয়াছে

### জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন সরকার আজ মিলিটারীর জোরেই বাঁচিয়া আছে

[illegible]

# দৈনিক আজাদ : ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

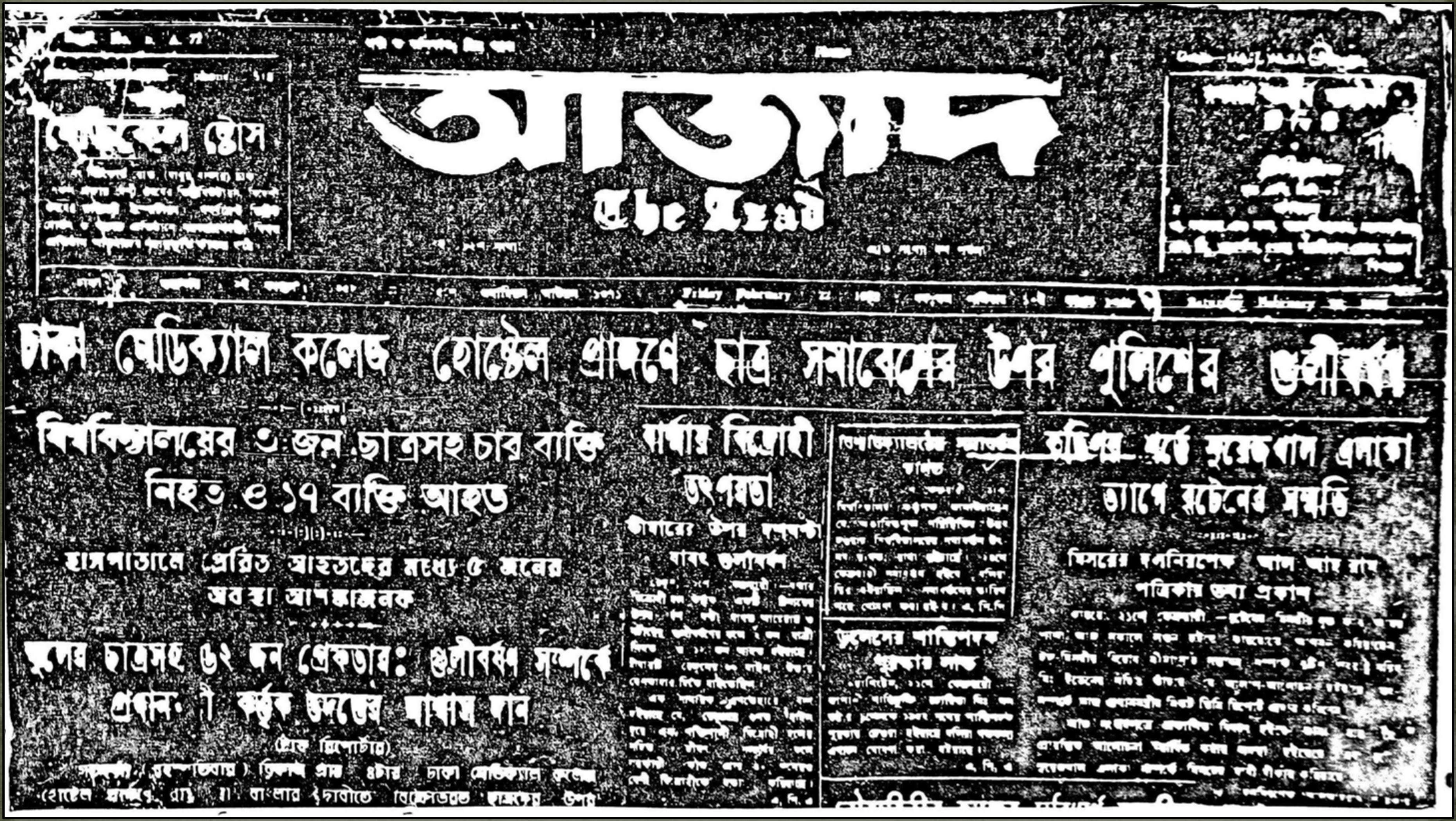

# আজাদ

The Azad

## ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ

### বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্রসহ চার ব্যক্তি নিহত ও ১৭ ব্যক্তি আহত

হাসপাতালে প্রেরিত আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

(নিজস্ব রিপোর্টার)

### বার্মায় বিদ্রোহী তৎপরতা

# ‘নিহত ছেলের মা’

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩
বরকতের মা-বাবা

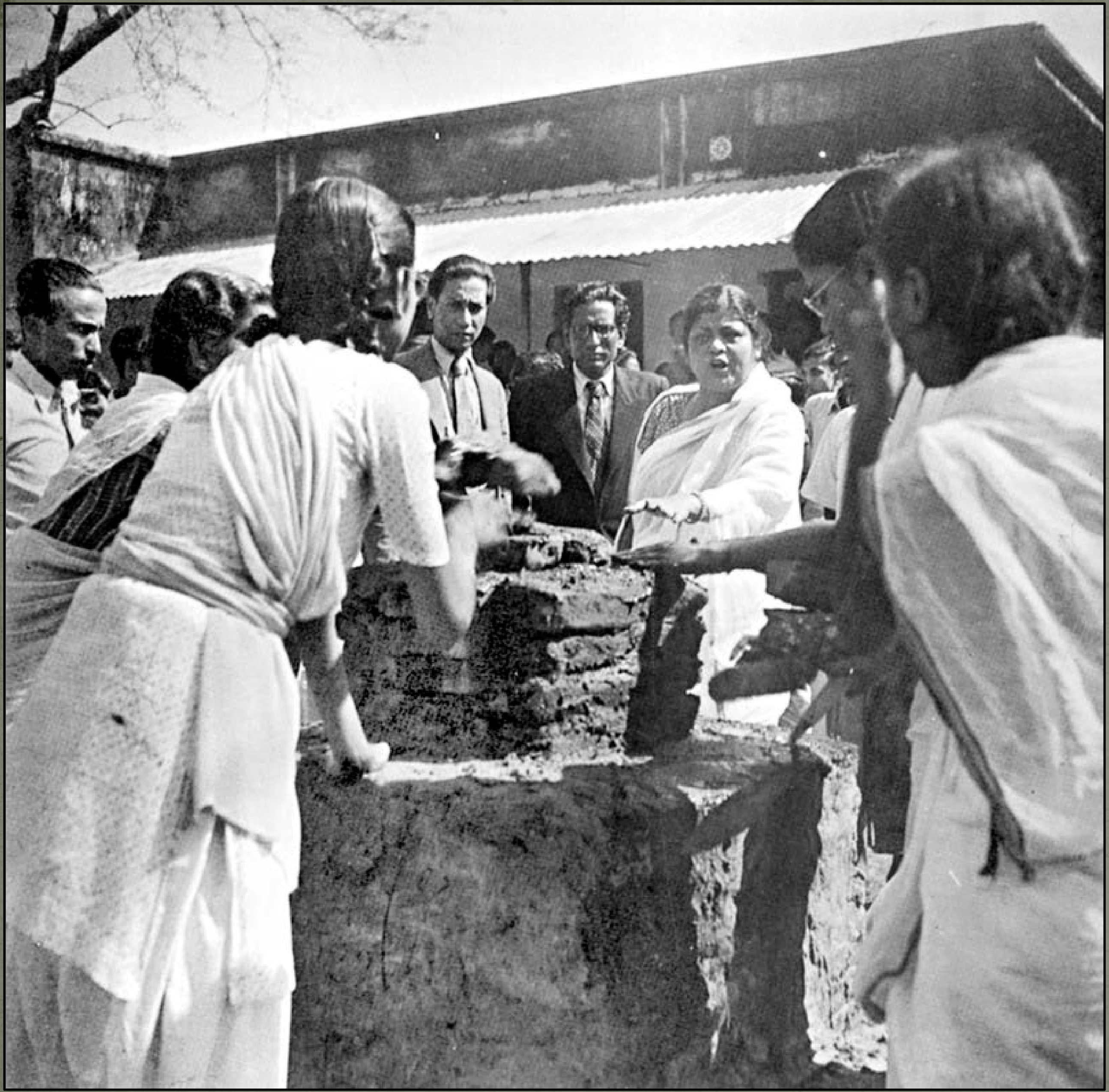

ঢাকা কলেজে
শহীদ বেদি
নির্মাণের মুহূর্ত

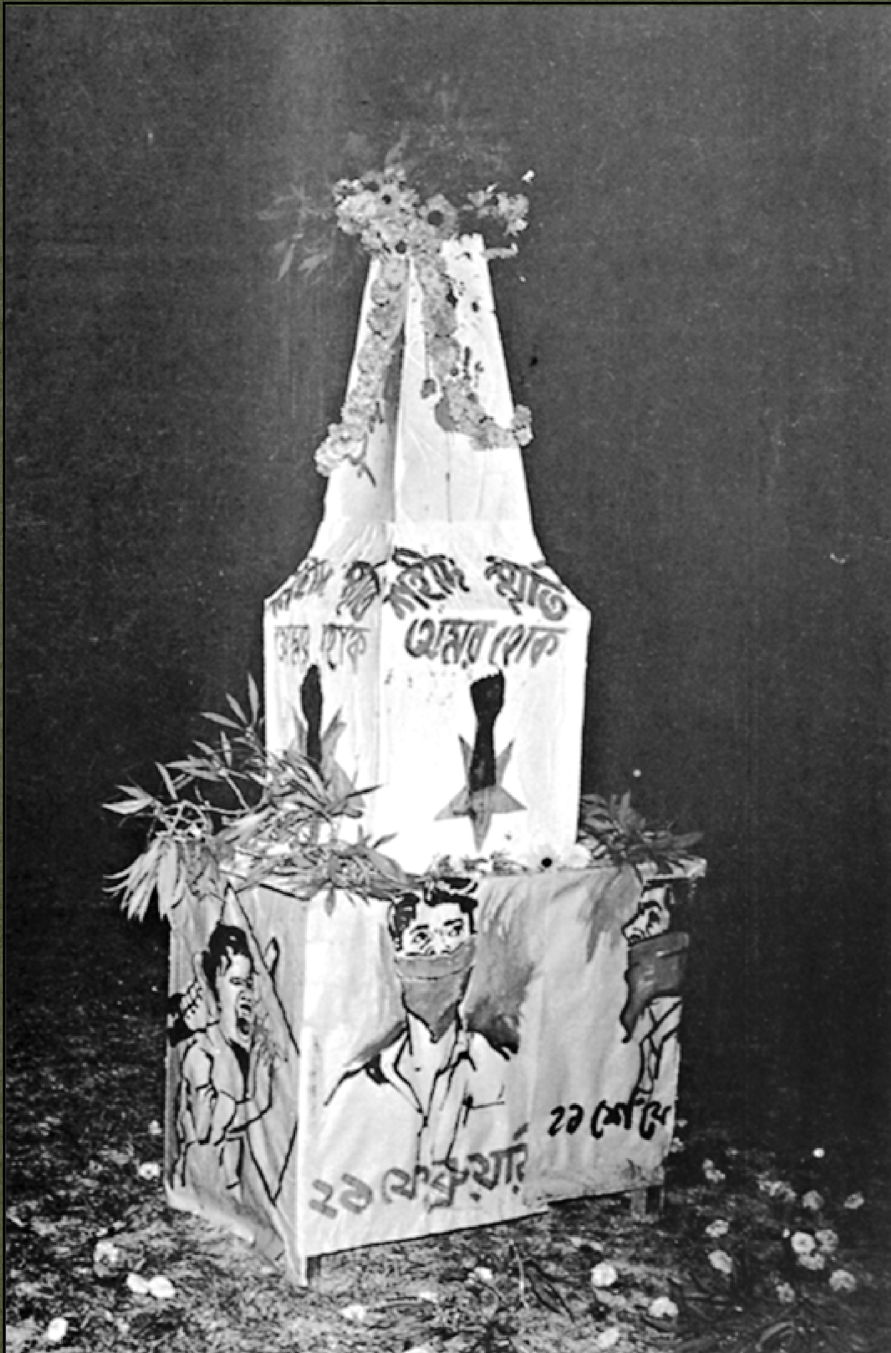


১৯৫৩-র শহীদ বেদি
কার্জন হল

# একুশে শহীদদের স্মরণে প্রকাশিত ডাকটিকিট

# ঢাকা বাংলা একাডেমির স্মারক

**১৯৬০**

এপ্রিল : অসমীয়াকে সরকারী ভাষা করবার প্রস্তাব।

অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ অসম বিধান সভায় অসমীয়াকে একমাত্র সরকারী ভাষা করবার বিল আনেন। অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেয় বিল পাশ হয়ে যায়।

**১৯৬১**

৫ ফেব্রুয়ারি: চাচর গণ-সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হল, যারা ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

১৪ এপ্রিল : শিলচর, করিমগঞ্জ সহ কয়েকটি জায়গায় দিনটিকে সংকল্প দিবস হিসেবে পালন করে।

২৪ এপ্রিল : পরিষদ জনচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দীর্ঘ এক পদযাত্রার সিদ্ধান্ত নেয়, যা ২০০টি গ্রাম অতিক্রম করবে।

২ মে : পদযাত্রা শেষ হয়। এই সময়কালের মধ্যে এইরকম একাধিক পদযাত্রা দেখা গেছে। এই সময়েই পরিষদের সম্পাদক জানান তাদের দাবী না মানা হলে ১৯ মে তারিখে দিনভর বিক্ষোভ চলবে। তিনি অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষাভাষীর মানুষদেরও ডাক দেন।

১২ মে : অসম রাইফেলস-এর সেনা ফ্ল্যাগ-মার্চ করে।

১৮ মে : পুলিশ নলিনীকান্ত দাস, রথীন্দ্রনাথ সেন, বিভূতিভূষণ চৌধুরী সহ নেতাদের গ্রেফতার করে।

১৯ মে : ১২ ঘন্টার হরতাল শুরু হয়। শিলচর, করিমগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গায় চলতে থাকে বিক্ষোভ সমাবেশ। শিলচর স্টেশানে সকালের ট্রেনের জন্য একটি টিকটও সেদিন বিক্রি হয়নি। সকাল থেকেই বন্ধ ছিল স্বতস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ। বেলা ২ : ৩০-য় নয়জন বিক্ষোভকারীকে গ্রফতার করে পুলিশ। শিলচর স্টেশন জুড়ে উত্তেজনা চরমে পৌঁছোয়। ২ : ৩৫-এ ১৭ রাউন্ড গুলি চালায় পুলিশ। বারোজন গুলিবিদ্ধ হন। সেদিনই নয়জন শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। দুজন মারা যান পরের দিন।

এই একুশই শক্তি দিল/ উনিশে মে-র হাতে/ ভাষায় দেখি রক্ততিলক/ বীরের রক্তপাতে

বরাক উপত্যকায় আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা

# ১৯৬১-র ১৯ মে-র শহীদদের স্মরণে ২০ মে-র মিছিল

# উনিশের কৃষ্ণচূড়া লাল তোমার রক্তে

কমলা ভট্টাচার্য

# বরাকের এগারো শহীদের আরো তিনজন

শচীন্দ্র পাল

কানাইলাল নিয়োগী

বীরেন্দ্র সূত্রধর

সেই নদীটি একাদশটি
বলির উপাখ্যান

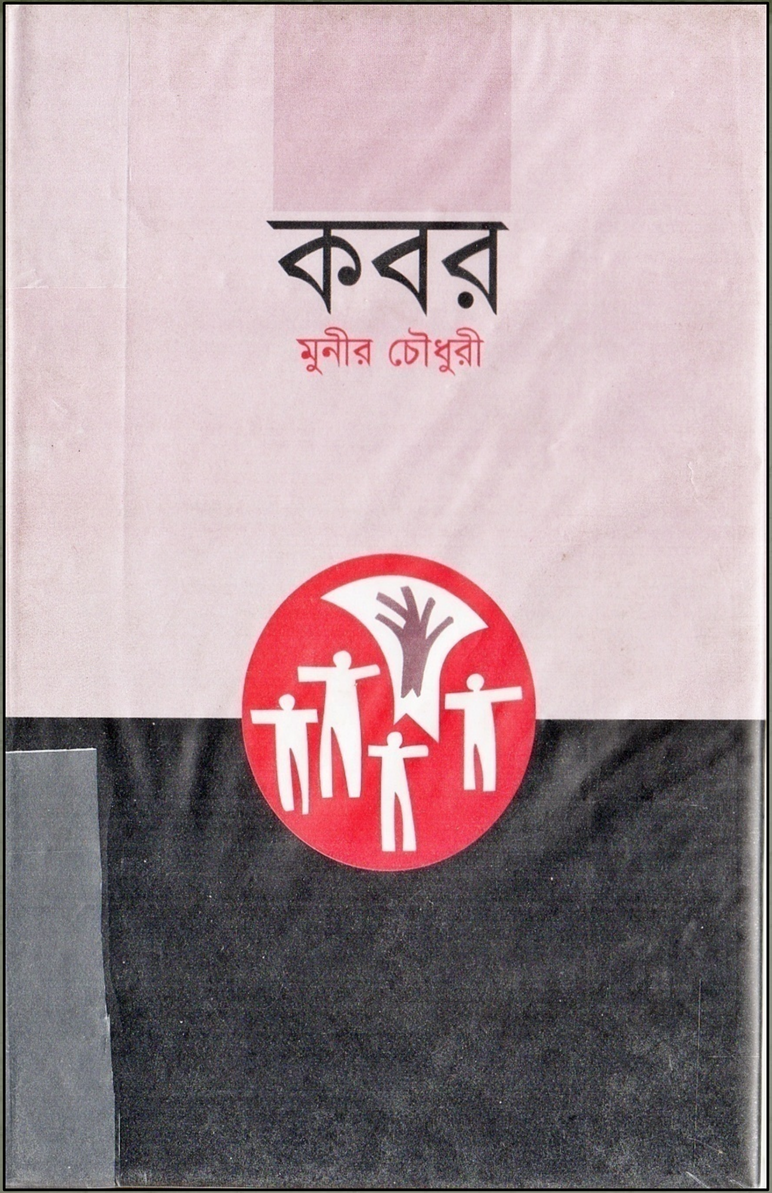


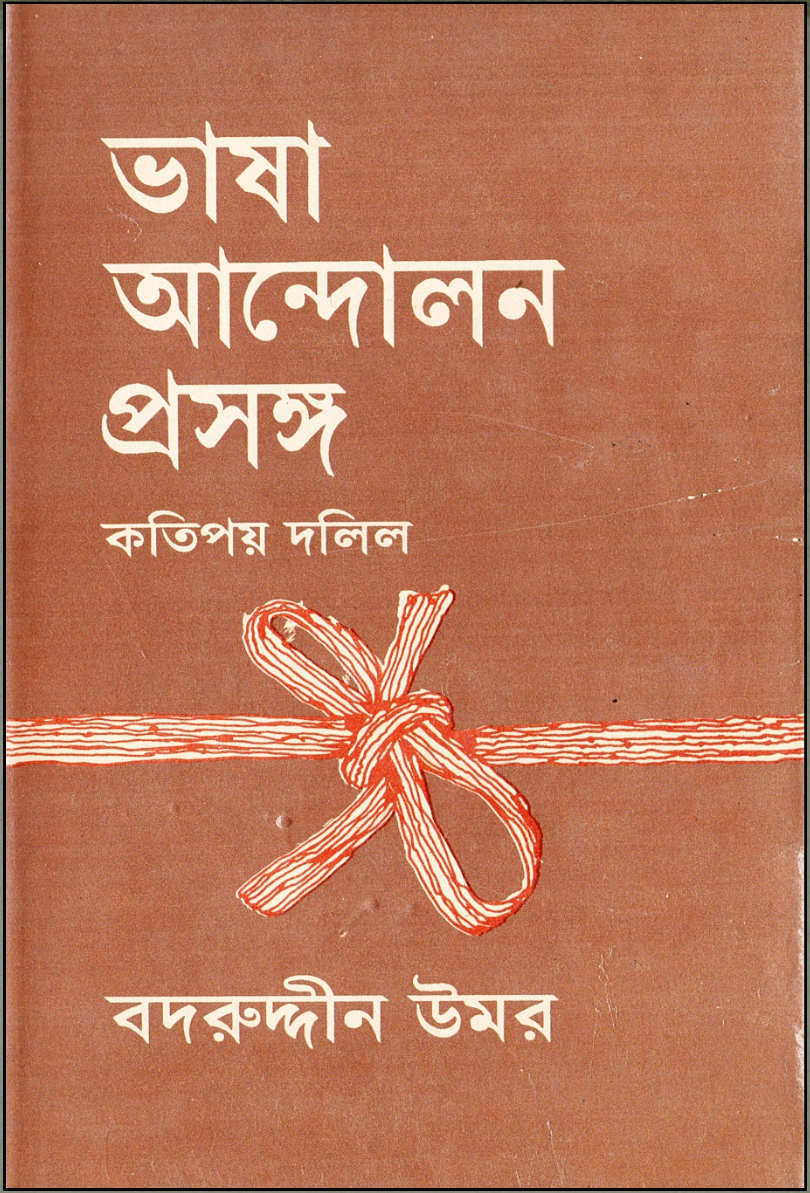


একুশ প্রসঙ্গে বই

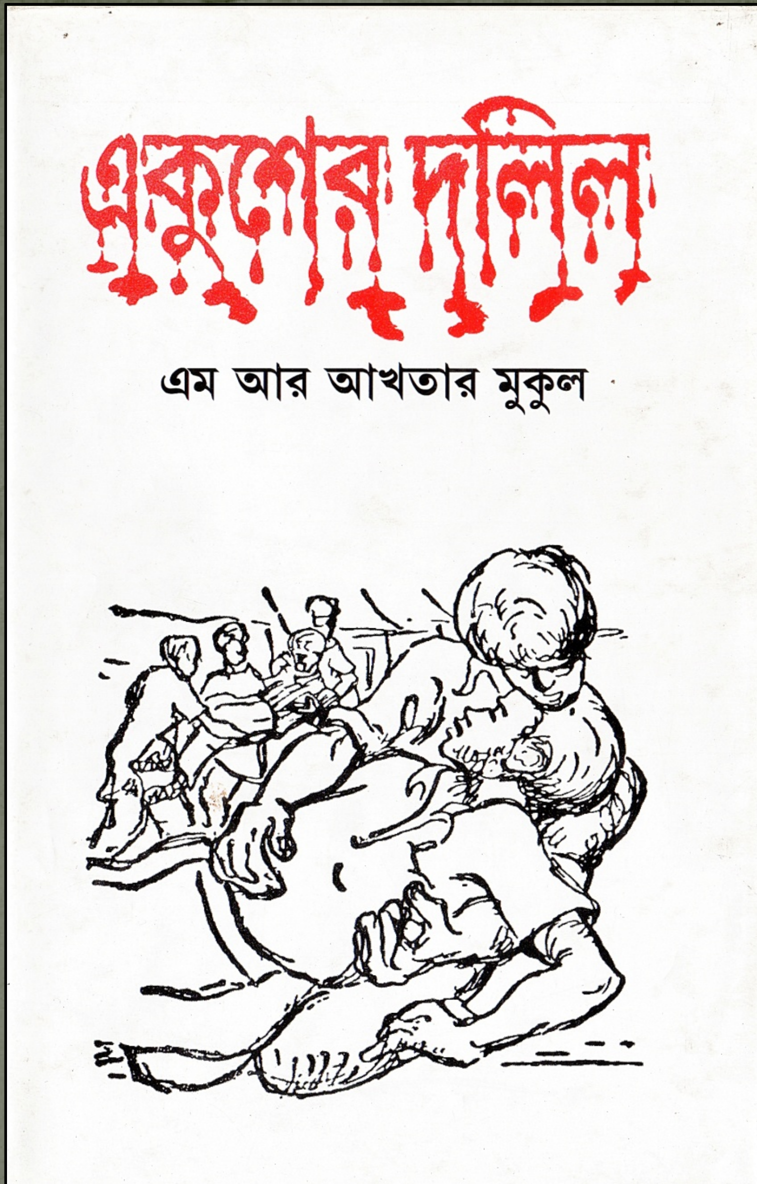


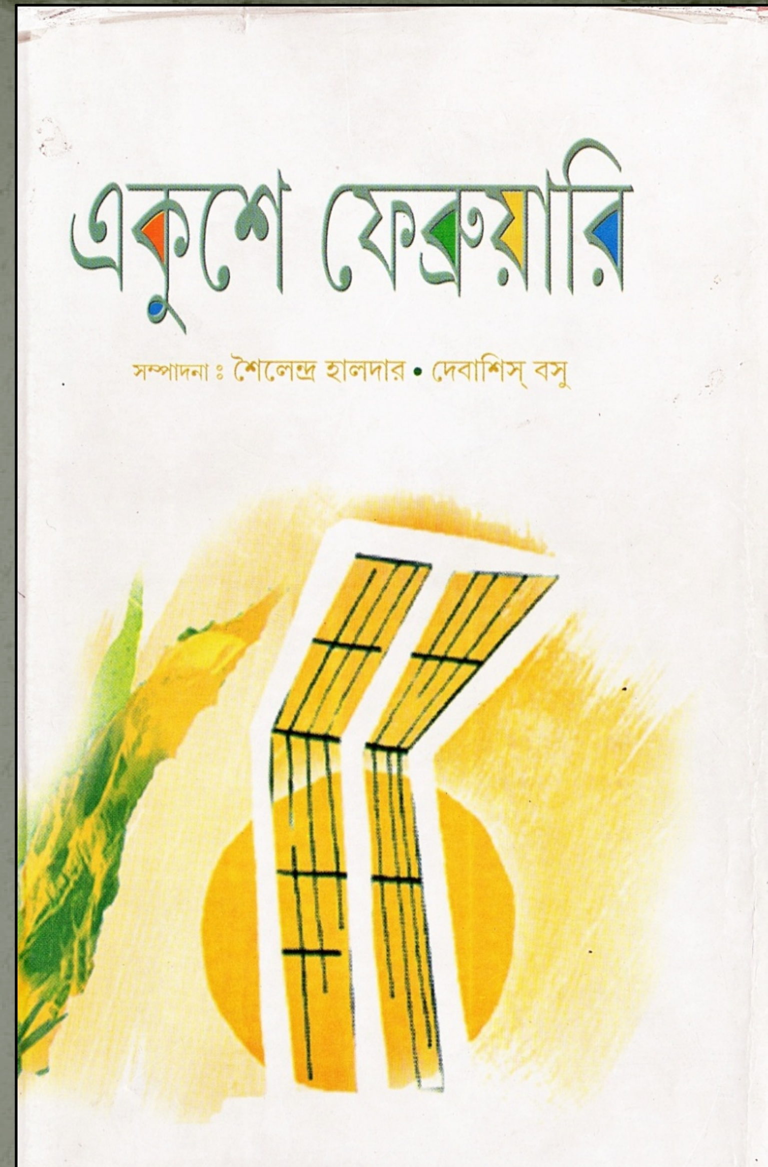


একুশ প্রসঙ্গে বই